# আছে কোনো অভিযাত্রী?

| | |
|---|---|
| বই | আছে কোনো অভিযাত্রী? |
| মূল | শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম |
| অনুবাদ ও সম্পাদনা | আমীমুল ইহসান |

# আছে কোনো অভিযাত্রী?

শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

আছে কোনো অভিযাত্রী?

শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ
জিলহজ ১৪৪০ হিজরি / আগস্ট ২০১৯ ইসায়ি

অনলাইন পরিবেশক
ruhamashop.com
rokomari.com
wafilife.com

মূল্য : ১২৪ টাকা

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন
দোকান নং ৩১২, ৩য় তলা, ৪৫ কম্পিউটার কমপ্লেক্স,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮৫০৭০৮০৭৬
ruhamapublication1@gmail.com
www.fb.com/ruhamapublicationBD
www.ruhama.shop

# অনুবাদকের কথা

আরববিশ্বের বিদগ্ধ গবেষক ও দায়ি শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিমকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়ার কিছু নেই। আলহামদুলিল্লাহ! বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে তিনি বেশ সমাদৃত হয়েছেন। তাঁর দাওয়াহ ও আত্মশুদ্ধিমূলক বইগুলো ইতিমধ্যে বেশ সাড়া জাগিয়েছে। উপকৃত হয়েছে হাজারো মানুষ। তাঁর লেখার বৈচিত্র্যময় আঙ্গিক, অনুপম ভাষাভঙ্গি ও অপূর্ব রচনাশৈলী সহজেই রেখাপাত করে পাঠক-হৃদয়ে।

শাইখের রচনা মানে নতুন কিছু। '*আছে কোনো অভিযাত্রী?*' বইটির ক্ষেত্রে কথাটি আরও বেশি সত্য। এটি তাঁর অনবদ্য রচনা (هَلْ مِنْ مُشَمِّرٍ) এর ছায়ানুবাদ। বাংলা ভাষায় এমন উদ্দীপনামূলক (Motivational) দ্বীনি বই নেই বললেই চলে। অসাধারণ সব দাওয়াহ-প্রকল্প, আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহের রকমারি কর্মসূচি, দ্বীনের রঙে জীবনকে রঙিন করার গঠনমূলক পরিকল্পনা এবং কল্যাণের পথে উঠে আসার অভিনব সব আইডিয়াসহ ব্যক্তিক ও সামষ্টিক জীবনের কল্যাণধর্মী নানান পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এই বইতে।

শাইখের দায়িসুলভ মেধা ও প্রতিভার অদ্ভুত স্ফুরণ ঘটেছে বইটির পাতায় পাতায়। উম্মাহর কল্যাণ-ভাবনা তাকে কতটা পীড়িত করে তারও ঈষৎ আভাস পাওয়া যায় বইটিতে। সবচেয়ে বড় কথা, উম্মতের প্রতি তাঁর এই সুগভীর ভালোবাসা তিনি চারিয়ে দিতে চেয়েছেন তরুণ পাঠকদের হৃদয়ে— চেষ্টা করেছেন জাতির বৃহত্তর কল্যাণে তাদের নিয়োজিত করতে।

শাইখের ভূমিকা পড়েই আপনি বইটির প্রতি এক ধরনের আকর্ষণ অনুভব করবেন। প্রবেশিকাতে গেলে তো আপনি আর ফিরতেই পারবেন না। শাইখের চিত্তাকর্ষক গদ্যের অপূর্ব ব্যঞ্জনা আপনাকে টেনে নিয়ে যাবে বইয়ের ভেতরে। তারপর যেখান থেকেই পড়ুন, যে পৃষ্ঠাই পড়ুন আপনার ভালো লাগবে। একেবারে '*শেষের কথা*' পর্যন্ত না পড়ে থামার প্রবৃত্তি হবে না আপনার। পুরো বইটিকে বিন্যস্ত করা হয়েছে সাতাশটি অভিযাত্রা বা পর্বে।

প্রতিটি অভিযাত্রায় আপনি পাবেন এক বা একাধিক দাওয়াহ ও কল্যাণ-প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা। সেই সঙ্গে শাইখের উদাত্ত আহ্বান ধ্বনিত হবে আপনার হৃদয়ে—উৎসাহের ঝড় তুলবে আপনার অনুভবে।

বইটি পড়তে পড়তে শাইখের অপূর্ব ভাষাশৈলী আপনাকে মোহিত করবে। একটি পুলকিত বিস্ময়বোধ তাড়া করে ফিরবে আপনাকে। আপনি অনুভব করবেন কল্যাণের বারিধারায় স্নাত হতে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে আপনার হৃদয়। অনেকগুলো কল্যাণ-প্রকল্পের একটি না একটি আপনার ভালো লেগে যাবেই।

সাতাশটি অভিযাত্রায় ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য প্রকল্প আপনার চিন্তার নতুন দিগন্ত খুলে দেবে। একই আদলে নিজের পরিবার, সমাজ, পরিবেশ ও সামর্থ্যের আলোকে বাস্তবক্ষেত্রে আপনিও খুঁজে পাবেন আরও অনেক প্রকল্প। দ্বীনি দায়িত্ববোধ ও লেখকের উৎসাহ আপনাকে পথপ্রদর্শন করবে নিত্য নতুন কর্মক্ষেত্রের সন্ধানে।

প্রিয় পাঠক! বইটি নিয়ে প্রয়োজনীয় সব কথা শাইখ ভূমিকাতে নিজেই বলেছেন। অনুবাদক হিসেবে আমি খানিক্ষণ আপনাদের সঙ্গে গল্প করে কাটানোর অধিকারটুকু আদায় করলাম মাত্র। আপনাদের আর বিরক্ত করব না। চলুন, প্রিয় শাইখের উদ্দীপনামূলক দরসে...

**আমীমুল ইহসান**

**২৫/০৩/২০১৯ ইসায়ি**

# সূচিপত্র


ভূমিকা ..... ৯০
প্রবেশিকা ..... ১১
আহ্বান ..... ১৩
প্রথম অভিযাত্রা ..... ১৫
দ্বিতীয় অভিযাত্রা ..... ১৮
তৃতীয় অভিযাত্রা ..... ২০
চতুর্থ অভিযাত্রা ..... ৩০
পঞ্চম অভিযাত্রা ..... ৩২
ষষ্ঠ অভিযাত্রা ..... ৩৪
সপ্তম অভিযাত্রা ..... ৩৭
অষ্টম অভিযাত্রা ..... ৪১
নবম অভিযাত্রা ..... ৪৪
দশম অভিযাত্রা ..... ৪৫
একাদশ অভিযাত্রা ..... ৪৭
দ্বাদশ অভিযাত্রা ..... ৪৯
ত্রয়োদশ অভিযাত্রা ..... ৫১
চতুর্দশ অভিযাত্রা ..... ৫৫
পঞ্চদশ অভিযাত্রা ..... ৬০
ষষ্ঠদশ অভিযাত্রা ..... ৬২
সপ্তদশ অভিযাত্রা ..... ৬৪
অষ্টাদশ অভিযাত্রা ..... ৬৬
ঊনবিংশ অভিযাত্রা ..... ৭০
বিংশ অভিযাত্রা ..... ৭২
একবিংশ অভিযাত্রা ..... ৭৪

দ্বাবিংশ অভিযাত্রা ..... ৭৬
ত্রয়োবিংশ অভিযাত্রা ..... ৭৮
চতুর্বিংশ অভিযাত্রা ..... ৮১
পঞ্চবিংশ অভিযাত্রা ..... ৮৫
ষড়্‌বিংশ অভিযাত্রা ..... ৮৮
সপ্তবিংশ অভিযাত্রা ..... ৯০
শেষের কথা ..... ৯০

# ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য নিবেদিত—যিনি এই উম্মাহর কল্যাণকে কিয়ামত পর্যন্ত বিস্তৃত করেছেন। দরুদ ও সালাম নাজিল হোক সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসুল মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর—যিনি মানবজাতির কাছে নিয়ে এসেছেন আসমানি পয়গাম, সুচারুরূপে আঞ্জাম দিয়েছেন নবুওয়তের গুরুদায়িত্ব, উম্মাহকে দেখিয়েছেন কল্যাণের পথ আর আল্লাহর রাহে জিহাদ করেছেন পরম নিষ্ঠার সঙ্গে।

আখিরাতের পথ যেমন দীর্ঘ তেমন বন্ধুর। তাই এ পথে চলতে গিয়ে মানুষকে পেয়ে বসে আলস্য, শৈথিল্য, অনীহা ও বিতৃষ্ণা...

এই বইতে আমরা জীবন-সফরের মূল্যবান কিছু নির্দেশনা ও কর্মপন্থার বিবরণ দিয়েছি, যা মুসাফিরকে সাহায্য করবে পথচলায় আর আরোহীকে জোগাবে সফর অব্যাহত রাখার প্রেরণা। পাঠক বিষয়গুলো কেবল শিখবে আর জেনে রাখবে কিংবা এর সুখপাঠ্য গদ্য ও বর্ণনাশৈলীর স্বাদ নেবে—শুধু এ জন্যই আমরা বইটি সংকলন করিনি। আর কেবল এটুকু যথেষ্টও নয়।

বরং আমরা বিষয়গুলো বিন্যস্ত করেছি পাঠকের হৃদয়ে সাড়া জাগাতে, অনুভূতিকে সচেতন করতে, কল্যাণকর্মে প্রেরণা জোগাতে আর পথচলা সহজ করতে।

এই বইয়ে সন্নিবেশিত মূল্যবান নির্দেশনাসমূহ যেন আখিরাতের স্তূপীকৃত পাথেয়। পাশে ঘোড়া থামিয়ে মুসাফির একটি একটি করে তুলে নেবে প্রয়োজনীয় রসদ। যাত্রাপথে যখনই তাকে শৈথিল্য পেয়ে বসবে কিংবা আলস্য হাতছানি দেবে—তখন বইটির পাতা উল্টালেই সে পেয়ে যাবে তার কাঙ্ক্ষিত বস্তু, পূর্ণ হবে তার মনোবাঞ্ছা।

বেশি দূরে যেতে হবে না। আশা করি দুয়েক পাতা খুঁজতেই পেয়ে যাবে, যদি তার মনোবল দৃঢ় থাকে; হৃদয়ে যদি লালন করে ইসলামের সেবায় উৎসর্গিত

হওয়ার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা কিংবা আসমানের বিশালতায় তাওহিদের ঝান্ডা সমুন্নত দেখতে যদি সে ভালোবাসে; সর্বোপরি সে যদি তাওফিক, হিদায়াত, হিম্মত ও উদ্যমের নিয়ামত প্রাপ্ত হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে।

আল্লাহ তাআলা কল্যাণের বারিধারায় আমাদের জীবনকেও সুশোভিত করুন। ইখলাস ও নিষ্ঠা দান করুন আমাদের কথা ও কর্মে।

**- আব্দুল মালিক বিন মুহাম্মাদ আল-কাসিম**

# প্রবেশিকা

আছে কোনো উদ্যোগী?

আছে কোনো অভিযাত্রী?

হাঁ, আছে—অনেক আছে।

কিন্তু এই যাত্রা কীসের অভিমুখে?

এই যাত্রা জান্নাতের অভিমুখে—যার বিস্তৃতি আসমান ও জমিনের সমান!

দ্রুত পদক্ষেপে... দৃঢ় সংকল্পে... উদ্দীপ্ত হৃদয়ে...

এই যে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলা বন্ধুর জীবনপথে, যে পথ গিয়ে মিশেছে আখিরাতের মহা সমাবেশে। তারপর আল্লাহর রহমতে ঠিকানা হবে সুখ, সমৃদ্ধি ও সুশোভিত উদ্যানরাজিতে...

কর্মমুখর এই উদ্যোগ মুছে দেবে সব অপূর্ণতা, ঝেঁটিয়ে বিদায় করবে যত জড়িমা আর নতুন গতি সঞ্চার করবে অনন্তের পথে...

**আছে কোনো উদ্যোগী?**

**আছে কোনো অভিযাত্রী?**

কল্যাণের পথে প্রতিটি দিন প্রতিটি মুহূর্ত...

দ্রুত পদক্ষেপে নিরন্তর এগিয়ে চলা...

আমরা বোধ-বিশ্বাসের ফাটলগুলো ভরাট করব, বন্ধ করে দেবো অকল্যাণের যত দরোজা।

নিজেদের সংহত করব। নির্মাণ করব সমৃদ্ধ আগামী...

**আছে কোনো উদ্যোগী?**

আমরা কাজ করব দুর্বলদের নিয়ে, যারা পিছিয়ে পড়েছে কাফেলা থেকে। দিগন্তে এখনো আবছা দেখা যায় ছুটন্ত কাফেলার বিলীয়মান দৃশ্য। চলো, কোমর বেঁধে নামি। অতীতের প্রতিবিধান করি। গুছিয়ে তুলি জীবনের এলোমেলো দিনগুলো...

**আছে কোনো উদ্যোগী?**

এটি উদ্যোগ গ্রহণের উদাত্ত আহ্বান। সাড়া দেয়ার কেউ কি আছে?

# আহ্বান

উম্মাহর যুবকদের প্রতি...
ইসলামের সন্তানদের প্রতি...
দাওয়াতের ঝান্ডাবাহীদের প্রতি...
তোমাদেরকেই নিতে হবে উদ্যোগ...

# প্রথম অভিযাত্রা

বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মেরে কত সময় আমরা হেলায় নষ্ট করি। অর্থহীন গল্পগুজব ও হৈ হুল্লোড়ে হারিয়ে যায় কত মূল্যবান মুহূর্ত। জীবনের অলস প্রহরগুলো ক্রমশ মলিন করে তোলে আমাদের প্রত্যয়—আমাদের প্রত্যাশা। কর্মহীন ধূসর দিনগুলো গ্লানি ও ব্যর্থতার ছায়া ফেলে আগামীর প্রান্তরজুড়ে।

সময় বয়ে যায় তার আপন স্রোতে। দিন যায়, সপ্তাহ গড়ায়, মাস আসে। বছরগুলো হারিয়ে যায় কালের আবর্তে। কিন্তু কিছুই করা হয়ে ওঠে না আমাদের।

সকলের কথাই এসে মিলিত হয় একই মোহনায়। সবাই বলে, আমরা ব্যস্ত, কাজের ভিড়ে আমরা বিপর্যস্ত।

একে একে সমবেত হয় তুচ্ছ সব অজুহাত। স্বস্তিতে খুলে যায় কপালের ভাঁজগুলো। সকলেই খুঁজে নেয় আপন আপন দায় এড়ানোর আজগুবি যত ফন্দি। অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তোলে সবাই।

কিন্তু তাকে দেখলে মনে হয় শক্তি ও সামর্থ্যের এক অবিচল পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে সামনে। অনেক বড় বড় কাজ সে করে ফেলে অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই। দুয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে বিশাল বিশাল কয়েকটি প্রজেক্টের ছক এঁকে ফেলে। নিজেই কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে, নকশা বানায় এবং নিজেই বাস্তবায়ন করে। সুচারুরূপে সম্পাদন করে সবগুলো প্রকল্প।

**কে সে? চিনতে পেরেছ তাকে?**

সদ্য যৌবনে পা রাখা এক প্রত্যয়দীপ্ত তরুণ সে। অন্য দশজন যুবকের মতো তারও আছে চাকরি। আছে স্ত্রী, সন্তান ও মা-বাবাসহ অন্যান্য

পরিজন। আছে ব্যস্ততায় ভরা জীবন ও ভাবনাচ্ছন্ন চঞ্চল মন।

তাকে ভার্সিটিতে ছাত্রদের সময় দিতে হয়, ছুটতে হয় সন্তানের অসুস্থতায় কিংবা স্ত্রীর নানাবিধ প্রয়োজন ও সমস্যায়। কখনো গাড়ি সারাতে যেতে হয় গ্যারেজে। সময়ের প্রয়োজনে আরও কত কিছুই না করতে হয় তাকে।

বাইরের সবকিছু আমাদের মতো হলেও তার আছে সমৃদ্ধ মনোজগৎ, যা আমাদের থেকে একেবারেই আলাদা। হৃদয় যেন তার উদ্যমের সবুজ ফোয়ারা, যা জীবনপ্রান্তরে বইয়ে দেয় প্রত্যয় ও প্রত্যাশার সুনির্মল ঝরনাধারা। দ্বীনে ইসলামের খিদমতে সে কুরবান করতে চায় নিজেকে। এই মহান লক্ষ্যে সে যোগ দেয় বিভিন্ন দ্বীনি সংগঠন ও কল্যাণসংস্থায়।

উৎফুল্ল অবয়বে তার জেগে থাকে অফুরন্ত উদ্যম আর সীমাহীন কর্মপ্রেরণা। দেখলে মনে হয় পুষ্প-পল্লবে সুশোভিত কোনো তরুণ বৃক্ষ কিংবা আসমানের ধূসর পটে ফুটে থাকা ঝলমলে কোনো তারাফুল। ছুটির দিনগুলো প্রায়ই তার কাটে বাইরে—বিভিন্ন সাংগঠনিক কাজের ব্যস্ততায়। দ্বীনের কল্যাণে তার রকমারি কর্মসূচিরও যেন শেষ নেই...

একবার আমাকে জানায় পিএইচডির থিসিস লেখার প্রস্তুতি নিচ্ছে সে! আমার বুঝে আসে না, এত কাজ ও ব্যস্ততার ভিড়েও সে প্রতিদিন সকালে কীভাবে শাইখদের দরসে নিয়মিত হাজির হয়! কখনো মাগরিবের পরেও দেখা যায় তাকে। একবার আমাকে দরসে বসার জন্য রাজি করানোর চেষ্টা করে সে—আমি সময়স্বল্পতার অজুহাত দিয়ে আত্মরক্ষা করি। তখন সে আমাকে বলে, সে নাকি প্রতিদিন ফজরের পরও শাইখের দরসে উপস্থিত থাকে।

তার শীর্ণ দেহ ও দুর্বল গড়নের দিকে তাকিয়ে আমি মনে মনে বলি, 'তোমার মতো আর দশজন হলেই হতো—মুসলিম মেয়েরা তোমার মতো আর দশজন কর্মোদ্যমী তরুণ উপহার দিলেই যথেষ্ট হয়ে যেত...।'

এই উম্মাহর উলামা-মাশায়িখের কথা আমরা জানি। তাদের কঠোর নিয়মানুবর্তিতা এবং প্রতিটি মুহূর্তের নিখুঁত সদ্ব্যবহারের কথাও কারও অজানা নয়। কিন্তু এই যুবকটিকে দেখে আমি আশ্চর্য না হয়ে পারিনি—আমার ও তোমার বয়সের এক

তরুণ! কত বন্ধুর পথ মাড়িয়ে চলছে। নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছে উম্মাহর বৃহত্তর কল্যাণে। দ্বীন ও দুনিয়া দুটোকেই গুছিয়ে নিচ্ছে শক্ত হাতে।

**ভাই আমার!**

অনেক অবহেলা করেছি আমরা। কাজ যা করেছি তা অতি সামান্যই। নেয়া হয়নি আজও সুগঠিত কোনো উদ্যোগ। এসো দাওয়াত ও জিহাদের সুবিস্তৃত অঙ্গনে। প্রবেশপথ উন্মুক্ত। পথ ও পদ্ধতিও অগণিত। তোমার শিক্ষাগত যোগ্যতা যা-ই হোক না কেন—সামর্থ্য অনুপাতে কর্মক্ষেত্রের কোনো অভাব নেই এখানে।

প্রত্যেকেই আমরা কাজে নেমে পড়ব—পূরণ করব কোনো না কোনো শূন্যস্থান। আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সৌভাগ্য ও কল্যাণ ফোঁটায় ফোঁটায় গড়িয়ে পড়বে একটি নদীতে। তারই স্রোতধারা সবেগে প্রবাহিত হয়ে পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে প্রতিটি মানুষের কল্যাণপিপাসা নিবারণ করবে। দাওয়াত ও জিহাদ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, শিক্ষা ও আত্মশুদ্ধির সম্মিলনে গড়ে উঠবে নতুন এক পৃথিবী।

অলস কর্মবিমুখ যুবকদের দেখে ব্যথিত হও। ইস! কত মূল্যবান সময়ই না তারা হাওয়ায় উড়িয়ে দিচ্ছে! কত মূল্যবান জীবনেরই না অপচয় করছে! হারানো দিনগুলো কি আর কখনো ফিরে পাবে তারা...?

হে বন্ধু!

ঘুরে দাঁড়াও। কোমর বাঁধো। শামিল হও নতুন এক অভিযাত্রায়। যোগ দাও কল্যাণের মিছিলে। বেরিয়ে পড়ো আখিরাতগামী এই কাফেলার পিছু পিছু...

**আছে কোনো উদ্যোগী?**

**আছে কোনো অভিযাত্রী?**